



কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়া দিল্লির দ্বারকায়‘ প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্র’-র উদ্বোধনের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

Posted On: 13 NOV 2017 3:43PM by PIB Kolkata

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরহিত্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শুক্রবার শিল্প-নীতি ও প্রসার দফতরের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলোর অনুমোদন দিল:

(ক) দ্বারকার ‘প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্র’ (ই.সি.সি.) এবং পি.পি.পি. এবং নন-পি.পি.পি. মুডে এরসংলিষ্ট পরিকাঠামোর উন্নয়নে অনুমোদন দিল। যার ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫,৭০০ কোটি টাকা এবং তা ২০২৫ সালের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রদর্শনী ও সম্মেলনের স্থান, এরিনা, ট্রাঙ্ক-ইন্সফ্রাস্ট্রাকচার,মেট্রো/এন.এইচ.এ.আই. সংযোগ, হোটেল, অফিস, খুচরা বিক্রির কেন্দ্র ইত্যাদি।

(খ) শিল্প-নীতিও প্রসার দফতরের অধীনে সরকার থেকে ১০০ শতাংশ ইকুইটির মাধ্যমে প্রকল্পের রূপায়ণ ও উন্নয়নের জন্য একটি স্পেশাল পারপাস ডেভেলপ (এস.পি.ডি.) হিসেবে একটি নতুন সরকারি কোম্পানি গঠন করা। সরকার তিন বছর ধরে ট্রাঙ্ক পরিকাঠামোর ইকুইটি হিসেবে এস.পি.ডি.-কে ২০৩৭.৩৯ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। যে পরিকাঠামোর মধ্যে প্রদর্শনী কেন্দ্রের অংশ যেমন হলঘর, সম্মেলন কক্ষ, মেট্রো সংযোগ, জাতীয় সড়কের সংযোগ, জমি অধিগ্রহণ, জল ও পয়প্রণালীর পরিকাঠামো ইত্যাদি রয়েছে।

(গ) সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ হিসেবে বাজার থেকে ১,৩১৮ কোটি টাকা তোলা এবং সরকারি জমির নগদিকরণের মাধ্যমে ৪,০০০ কোটি টাকার ব্যবহার এবং এস.পি.ডি.’র দ্বারা সংগৃহীত বার্ষিক প্রকল্পের রাজস্ব সংগ্রহ।

(ঘ) ডি.এম.আই.সি.ডি.সি.এই প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ফি অনুসারে নলেজ পার্টনার হিসেবে কাজ করবে, যা ১ শতাংশহারে অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি হবে এবং তা প্রাথমিকভাবে দশ বছরের জন্য সবিনয় ৫ কোটি টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা বার্ষিক হয়ে হবে।

(ঙ) এস.পি.ডি.-রপর্ষদ বিস্তৃত আনুমানিক খরচ, প্রকল্পের পর্যায় সহ সমস্ত রকম বিষয়ের দায়িত্ব থাকবে। বাজারের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ঋণ ওঠাবে বা জমির নগদিকরণ করবে।

প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শেষ হবে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হবে ২০২৫ সালের মধ্যে। ধারণাকরা হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত ই.সি.সি. সুবিধা সার্বিকভাবে কাজ করতে শুরু করলে প্রতিবছর ১০০ টির বেশি আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় প্রদর্শনীর চাহিদা পূরণ করবে। বার্ষিক হিসেবে প্রদর্শনীর সুবিধা পরিদর্শনের জন্য প্রথম পর্যায় (২০১৯-২০) শেষ হলে এককোটির বেশি মানুষ এবং দ্বিতীয় পর্যায় (২০২৫) শেষ হলে দুই কোটি বিশ লক্ষের বেশি মানুষ আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

তাছাড়া এই প্রকল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাঁচ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সম্মেলন ও প্রদর্শনী হচ্ছে দেশীয় নির্মাতাদের সঙ্গে বৈশ্বিক ক্রেতাদের সঙ্গে সংযুক্তি এবং বাণিজ্যের নানা ধারণার আদান-প্রদানের এক প্রধান মাধ্যম। দ্বারকার এইই.সি.সি. কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রদর্শনী বাজারের ক্ষেত্রে সাংহাই, হংকং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারত এক সারিতে এসে যাবে।

(Release ID: 1509254) Visitor Counter : 3

